স্ত্রী লিঙ্গ
FEMININE

সুশান্ত দাস

FEMININE
স্ত্রী লিঙ্গ
by Sushanta Das
Rs. 100.00

ISBN 978-81-958931-7-1

Published by
Sanghamitra Nath ❑ Nath Publishing
73 Mahatma Gandhi Road ❑ Kolkata-700009

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২২
কার্তিক ১৪২৯

প্রকাশক
নাথ পাবলিশিং
সঙ্ঘমিত্রা নাথ
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

অক্ষর বিন্যাস
রাজু ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ
গৌতম চক্রবর্তী

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

মূল্য : ১০০ টাকা

সূ চি প ত্র

স্ত্রী লিঙ্গ ...৭

ক্ষুধার্ত ভারত ... ৮

আমার দেশ ... ১০

চেয়ে দেখো ... ১২

বার্ধক্য ... ১৩

দয়ালু ধর্ষক ... ১৪

অ-পাশবিক ... ১৫

উজ্জ্বল ভবিষ্যত ... ১৭

নরখাদক ... ১৮

অধম ... ১৯

নরবলি ... ২০

কালো মেয়ে ... ২১

বাল্যবিবাহ ... ২৩

জীবনসঙ্গী ... ২৫

জয় হোক ... ২৬

গারবেজ বিন ... ২৭

স্পেশালি এবলড ... ৩০

কে? ... ৩২

অপুষ্টি ... ৩৩

নিগ্রহ ... ৩৪

বল বোমা ... ৩৬

ক্ষিদের রাজ্য ... ৩৮

নারকীয় বর্বরতা ... ৩৯

গ্যাস চেম্বার ... ৪০

স্বাস্থ্য-বিপর্যয় ... ৪২

লড়াই ... ৪৩

জীবন-মৃত্যু ... ৪৪

ভগবানের ভুল ... ৪৫

সচেতনতা ... ৪৬

বরাদ্দ ... ৪৭

স্ব-চেতনা ... ৪৮

অমানবিক ... ৪৯

এক বাটি জল ... ৫০

আমার ঘর ... ৫১

অ-ভারতীয় ... ৫২

বিকার ... ৫৩

গণধর্ষণ ... ৫৪

স্তম্ভিত ... ৫৫

পানীয় জল ... ৫৬

স্ত্রী লিঙ্গ

দশ দিন বয়স মেয়েটির।
ক্ষিদেয় চিৎকার করে কাঁদার কথা মেয়েটির।
মা দৌড়ে এসে বুকের কাপড় সরিয়ে
জাপটে নেবে লক্ষ্মী সোনাকে,
দুধ খাওয়াবে বুক ভরে।
তাই না?
কপালের ডানদিকে কালো
কাজল-টিপ পরিয়ে রাখবে,
নজর না লাগে কারো।
তাই না?
এসব প্রাকৃতি স্বাভাবিক
ঘটনার কোনোটাই ঘটেনি
মালদহের রতুয়া গ্রামে আজ।
সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে শুধুমাত্র
মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে
প্লাস্টিকের বাথটবে শুইয়ে
ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে গঙ্গায়।
আধুনিক ভারত, ডিজিটাল
ইন্ডিয়ার আবহে আসলে
অসহায় দাঁড়িয়ে আছেন
নিঃসঙ্গ ভারতমাতা।
যেখানে 2022 সালেও
অসভ্যতার দাঁড়িপাল্লায়,
আদিম বর্বরতার শূলে চাপানো
হয়েছে সদ্যোজাত থেকে বৃদ্ধা সব
বয়সের স্ত্রী লিঙ্গকে।

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, শনিবার, ৮ অক্টোবর ২০২২

ক্ষুধার্ত ভারত

ক্ষিদেয় পাগল ছেলেমেয়েগুলো চিৎকার
করলে শাকপাতা সিদ্ধ খাওয়ানোই চল,
পরিচ্ছন্ন পুকুরের জল পেতে গেলেও
পাঁচ মাইল পথ হাঁটে মেয়েদের দল।
প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামগুলো পুড়ছে ক্ষিদে-তৃষ্ণায়।
গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স কে নস্যাৎ করেছে সরকার,
কিন্তু উপরোক্ত উদাহরণগুলিও
বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার।

কোভিড পরবর্তী ভারতে দলে দলে
প্রান্তিক মেয়েরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে
রাত দুটোয় রাস্তায় নামে রোজ,
করে নতুন নতুন আয়ের খোঁজ।
এমনই একদল মেয়ে
মাথায় ঝাঁকা নিয়ে পাইকারি বাজারে যায় ভোর তিনটেয়।
মাছ কিনে প্রথম ট্রেনে কোলকাতা আসে মেয়েরা,
সারাদিন দোরে দোরে পাড়ায় পাড়ায় মাছ ফেরি করে,
বেলা শেষে চারশ টাকা লাভ।
কেউ চেয়ে দেখেছে এই মেয়েদের ক্ষিদে?

যে ছেলেটার চিলচিৎকারে
সকাল সক'ল আমার ঘুম ভাঙে,

সে মাঝরাতে কেনা লঙ্কা পেঁয়াজ
ধনেপাতা কাঁচা হলুদ বেচে ঘরে ঘরে,
কে তারে গোনায় ধরে?
তিনশ টাকা আয়ের নেশায়
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মরে।
হাজার হাজার এমন ছেলে জেলায় জেলায়
হাতড়ে ফেরে পরিবারের ক্ষিদের equation।

কালীঘাটের ব্রীজের ওপর বসে
যে মেয়েটা খদ্দের খোঁজে হন্যে হয়ে,
তার তো শপিং মলে যাবার বয়েস
বন্ধুদের সাথে সিনেমা দেখা
কলেজ ক্যান্টিনে আড্ডা দেবার বয়েস,
পাঁচশো টাকা আয়ের আশায়
বাপের বয়সি 'খদ্দের' রোজ ওর
শরীরটাকে চুবিয়ে খায়,
মদের নেশায় বাংলা চোলাই
ওর শরীরে ঢেলে চাটে।
এই মেয়েটির কিবা দিন কিবা রাত
কিবা তার শখ আহ্লাদ।
ওর তো কেবল ভাতের ক্ষিদে।

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, রবিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২২

আমার দেশ

এই তো দেশ।
অর্থনীতি চিতেয় তুলে
রাজনীতিজ্ঞ হাড়হাভাতেরা
খাটের নিচে টাকার পাহাড়,
দিব্যি বেশ।

সকাল সকাল পথে বেড়োন
আশেপাশে চোখ বোলালেই
আচ্ছে দিনের আচ্ছে ভারত
ছবির কোলাজে করতে পারেন মনোনিবেশ।
ব্লাউজ নেই, উদোর গায়ে, অগোছালো শাড়ি
ঝাঁটা হাতে বৃদ্ধা এক পথের ধারে,
অপর পাড়ে মা মেয়েতে
মায়ের কোলে মেয়ে শুয়ে, নিথড় যেন,
মাঝবয়সি মা-টি কেমন ব্যস্ত কাজে
মেয়ের মাথার উকুন বাছে!
পথচলতি দু একজনা পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে ওদের
এই তো দেশ।
বাজার নীতি অর্থনীতি গালভরা সব
তালে গোলে পাকিয়ে শেষ।

মাঝ রাস্তায়
বিচ সড়কে
মাঝবয়সি অনেক মানুষ

এদিক ওদিক লুঙ্গি পড়া, খৈনি টেপে
এক বস্তা পচা কাঠ মাথায় নিয়ে
পঞ্চাশোর্ধ মহিলা এক রাস্তা পেরোয়
এই তো ছবি
এই তো দেশ।

খেঁজুর পাতা বোঝাই করে
ভ্যানরিকশা কোথায় যায়
কি ব্যবসায় ব্যস্ত দেশ?
কি ব্যবসায় মনোনিবেশ?
বিড়ির ধোঁয়ায় কাটিং চায়ে
উড়িয়ে দিয়ে সব হতাশা
পাড়ার মোড়ে রোজ জমায়েত একশ ছেলের
এই তো দেশ।

ব্যস্ত সড়ক ব্যস্ত দিনের
রাজপথের এই চেনা ছবি
এই তো দেশ।
এই তো আমার সাধের দেশ।

চেয়ে দেখো

আমি হাওয়ায় কান পাতি
সেথা ভোরের পাখিরা কখনোই গায় না গান।
ওদের কিচিরমিচির মিথ্যে কলতান।
ওরা কাঁদে, চিৎকার করে কাঁদে ক্ষিদে তেষ্টায়
যেমন কাঁদে আমার ঘরের শিশু সন্তান।
মশা মাছি কীটপতঙ্গেরা
ঘুরে মরে শরশয্যায়,
হে প্রিয় বন্ধুরা
আর থেকো না বিলাসিতার বিছানায়।
মন্দিরে নয়
চেয়ে থাকো তোমার বাসার কোণায় কোণায়
হাজার চোখ চেয়ে রয়
তোমার অপেক্ষায়।
দুটি ভাত রুটির আশায়
বাঁচার নেশায় ভালোবাসায়।

বার্ধক্য

আমার পাড়ায় ঘরে ঘরে
বৃদ্ধ মা বাবারা জানালায় বসে থাকেন, নির্বাক।
কেউ ফিরেও তাকায় না ওদের দিকে।
ওরা ঘোলাটে চোখে বসে থাকে অপেক্ষায়
কেউ যদি কাছে আসে
"কথা কয়", "ভালোবাসে"!
দশ মিনিট ওদের সাথে সময়
কাটাতে পারি না আমরা?
দশ মিনিট রোজ?
আজকের ব্যস্ত পথিক, কাল প্রৌঢ়।
ভগবানের কাছে পৌঁছোনোর রাস্তা বার্ধক্য ছুঁয়েই যায়।
সে পথ মসৃণ করার দায়িত্ব কার ওপর বর্তায়?

দয়ালু ধর্ষক

মেয়েটির বয়স চার বছর।
কল্পনা করুন।
চার বছরের শিশুকন্যাকে এক টাকা
দেবে লজেন্স খেতে,
এই লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ করেছে
বাপের বয়সি ধর্ষক।
কোর্টে ওর কারাদণ্ডের মেয়াদ কমিয়ে
২০ বছর করা হয়েছে,
কারণ ধর্ষক দয়ালু,
শিশুকন্যাকে খুন করেনি এক্ষেত্রে!
ধর্ষণ করে খুন করা তো আকছার
এদেশে, রোজ ঘটে!
কোর্টের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা
রেখেও লিখছি
আমি strongly oppose করছি,
'দয়ালু' শব্দনিবন্ধ ব্যবহারের জন্য।

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, রবিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২২

অ-পাশবিক

পূজোর দিনে এক মা এসেছেন প্যান্ডেলে,
আর শিলচরে অন্য এক
কিশোরী 'মা' বিবস্ত্র, ধর্ষিতা,
গলগল করে রক্ত ঝরছে গলা থেকে,
পরনের প্যান্ট গলায় চেপে ধরে
বিবস্ত্র 'মা' হেঁটে আসছে রাস্তা দিয়ে।

বাবা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েও
চিনতে পারেন নি মেয়েকে,
ভেবেছেন মানসিক ভারসাম্যহীনা কেউ...

যখন জানতে পেরেছেন বাবা,
মেয়ে দাওয়ায় পড়ে আছে অচৈতন্য।
কথা বলতে পারছে না,
গলার নলি কাঁটা!
সে কোনোক্রমে লিখে জানিয়েছে—
তাকে ধর্ষণ করে, গলা কেটে
বস্তায় ভরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল
আসামের চা বাগানের ঘন জঙ্গলে।
দাঁত দিয়ে বস্তা কেটে সে বেরিয়ে এসেছে।

এ কোন প্রস্তরযুগে বসবাস আমাদের?
আধুনিক ভারতবর্ষের মোড়কে
পিশাচের দল দাপিয়ে বেড়ায় আসমুদ্র হিমাচল।
দগদগে ঘা বয়ে বেড়ানো আর কতকাল?
আর কতকাল *পাশবিক* অসভ্যতা
বর্বরতাকে প্রশ্রয় দেবে সভ্য সমাজ?
পাশবিক শব্দটি withdraw করছি, sorry।
পশুরা এমন নৃশংস নয়,
কক্ষনো নয়।

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, শনিবার, ৮ অক্টোবর ২০২২

উজ্জ্বল ভবিষ্যত

সেদিন হেঁটে ফিরছিলাম।
বাড়ির কাছাকাছি এক বৃদ্ধা
কাঁপতে কাঁপতে রাস্তা পার হচ্ছেন,
খালি পা, মনে হচ্ছে এক্ষুণি পড়ে যাবেন।
এরপর উল্টোদিকের ফ্ল্যাট বাড়ির
মেইনগেট ধরে হাতড়ে হাতড়ে ভেতরে ঢুকছেন।
"মাসীমা কোথায় থাকেন?
help করবো?"
—"না বাবা, এই ফ্ল্যাটের তিনতলায় থাকি।
বয়েস 75, গায়ের জোর নেই,
তাই কাঁপছি।"
"আপনার হাতে কি হয়েছে?"
—"ঘা হয়েছে অনেকদিন"।
ডান হাতে ঘায়ের ওপর মোটা শক্ত
আস্তরণ পড়েছে সাদা বোরিক পাউডারের।
রস পড়ছে ফেটে ঘা থেকে।
"জুতো পড়েননি কেন?
পায়ে কিছু ফুটবে তো?"
উত্তর দিলেন না মাসীমা।
হাতে শক্ত করে ধরা একটি
দেশলাই বাক্স হয়তো দোকান থেকে কিনে আনলেন।
আমি দেখছিলাম
টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে
যাচ্ছেন ওপরে আমাদের ভবিষ্যত।

নরখাদক

এ কোন ঘৃণ্য কলঙ্কিত কাহিনীর পুনঃপ্রচার?
জয়নগর একটি গ্রাম নয়, কেবল একটি রেল স্টেশন নয়।
জয়নগর ভারতবর্ষের কোণায় কোণায় দগদগে ঘা।
ক্যানসার নিয়ে ধুকতে থাকা একটি
জাতিকে represent করছে জয়নগর টাউন হল।
যেখানে ঘেরা পাঁচিলের মধ্যে
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে সদ্যোজাত
শিশুকন্যাকে তার নরখাদক বাপ-মা।
পুলিশ এসে উদ্ধার করেছে মৃতদেহ।
শুধুমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মানোর
অপরাধে সদ্যোজাতকে জীবিত অবস্থায়
ফেলে দেওয়া হয়েছিল আস্তাকুঁড়ে।
কি শাস্তি যথেষ্ট এই বাপ-মায়ের?

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, শনিবার, ২২ অক্টোবর ২০২২

অধম

এবার মৈনুপুরী, 9ই অক্টোবর ২০২২।
সালটা 1600 বা 1700 বা 1800 নয়।
মোগল সাম্রাজ্যের ঘটনা নয়।
শক-হুন কিংবা ইংরেজ শাসনও নয়।
আধুনিক ভারত।
কাঁচের মতো স্বচ্ছ ভারত।
পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে,
Feel করা যাচ্ছে দেশের অগ্রগতি।
এখানে মহিলাকে একাকী পেয়ে
প্রতিবেশী ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করতে পারে,
ধর্ষণ করে মুখ বন্ধ রাখার হুমকিও দিতে পারে।
সব অধিকারই পুরুষের আছে।
ধর্ষিতা তিনমাস অন্তঃসত্ত্বা হয়ে
পড়লে সমাজের নিদেনকে উপেক্ষা করে
গায়ে পেট্রোল ঢেলে মেয়েকে পুড়িয়ে দিতেও পারে।
মেয়েকে আসবাবের মতো ব্যবহার
করার অধিকার পেয়ে এসেছে
বংশপরম্পরায় এই ''পুরুষ সমাজ''।
ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭, ৩৭৬
ধারা, পকসো আইন কতজনকে শাস্তি দেবে?
কোটি কোটি অধমের দেশে
এত জেল এত সেল কই?

Reference : আজকাল, কলিকাতা, সোমবার, ১০ অক্টোবর ২০২২

নরবলি

কোন দিকে এগোচ্ছে ভারতীয় সমাজ?
আর কোন কোন দেশে এমন ঘটনা ঘটছে লাগাতার?
আর কটা দেশে নরবলি হয়?
শিউরে উঠলেন তো?
তথ্য বলছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের
অণুতে পরমাণুতে মিশে আছে এই রোগ।
কেরলের পাথানামথিতা জেলা হোক বা মালদার চাঁচোল।
এর্নাকুলাম হোক বা বীরভূমের নলহাটি অথবা পুরুলিয়া!
নরবলি দিয়ে খুন করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা,
রোজলিন এবং পদ্মা নামের দুই
মহিলার দেহ থেকে মাংস কেটে
রান্না করে খেয়েছে নরখাদকরা।
কারণ কি?
বলির মাংস খেলে ভগবানের আশীর্বাদে
তাদের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে!
হায় রে পাষণ্ড।
আর কোন দেশ ২০২২ এও
দাঁড়িয়ে এই নির্মমতার শেষ প্রান্তে?

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, শুক্রবার, ১৪ অক্টোবর ২০২২

কালো মেয়ে

কালো মেয়ে'কে কালীরুপে পূজো
করে যে জাতি,
'কালো মায়ের' পায়ের কাছে ডুকরে
কাঁদে যে জাতি,
তারাই কালো মেয়েকে শুধুমাত্র
'কালো গায়ের রং' এই অজুহাতে
সারাদিন বাড়ির সমস্ত কাজ করানো,
অর্ধাহারে অনাহারে রেখে দেওয়া,
কথায় কথায় গালিগালাজ,
অসুস্থতায় বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা,
সব কিছুই সইতে হয় 'কালো মেয়ে'কে।
এটা পুরুলিয়ার ঘাঘরজুড়ি গ্রামের ঘটনা।
'কালো মেয়ে' তাই আজ শ্বশুড়বাড়ি থেকে বিতাড়িত।
সুলোচনা মাহাতো।
বিয়ের সময় 85 হাজার টাকা পণ নিয়েছিল স্বামী,
পণ দিয়েছে মেয়ের বাবা
তাই কালো রং চোখে পড়েনি।
দু'ভরি সোনা যৌতুক দিয়েছিল
তাই 'কালো মেয়ে'টি বিয়ের বাজারে সেলেবেল ছিল।

আর আজ
স্বামী রাজু মাহাতো আর একটি বিয়ে করেছে।
আর কালো মেয়েটি সুবিচারের
আশায় আদালতের দরজায়।
এ গভীর জনঅরণ্যে কে কার খোঁজ রাখে হায়।
এ গভীর জনঅরণ্যে কটা কালো মেয়ে বিচায় পায়?

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, সোমবার, ২৪ অক্টোবর ২০২২

বাল্যবিবাহ

আপনি একজন responsible MP।
দেশের সাংসদ!
স্বরূপনগর হাইস্কুলের 10th standard
ছাত্রী শামিমা মণ্ডলের একমাত্র আর্জি
জানিয়েছে আপনার কাছে,
কি তার আর্জি?
"বাল্যবিবাহ বন্ধে তৎপর হোন সাংসদ!"
লজ্জায় পড়ে যান নি আপনি?
মাননীয় সাংসদ?
অবশ্য আপনাদের লজ্জা পেলে চলে?
রাজনীতি বড় বালাই।
বহরমপুরের সাংসদের কাছে
ক্লাস নাইনের কেয়া মণ্ডলের একই দাবী।
"এই দেশে, জেলায় বহু নাবালিকার
তেরো চোদ্দ বছরে বিয়ে হয়,
দু এক বছরের মধ্যেই pregnancy।
অপুষ্টি অনাহার অর্ধাহারে
জর্জরিত এই সকল নাবালিকারা
হয় প্রসবের সময় মারা যায়,
নয়ত অসুস্থ মা এবং সন্তান
অর্থাৎ ভারতের অসুস্থ প্রজন্ম।"
"বাল্যবিবাহ বন্ধে তৎপর হোন সাংসদ!"

জঙ্গীপুরের সাংসদ খলিলুর রহমানের
কাছে class-10 এর ছাত্রী
বিউটি দাসের দাবি
"মাদকের রমরমা বন্ধ হোক।"
খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমার ও দুটি প্রশ্ন।
এক— পৃথিবীর অন্যতম biggest
democracy-র MP দের কাছে
স্কুল ছাত্রছাত্রীদের দেখা করে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে যে...
"বাল্যবিবাহ বন্ধ করুন!"
দুই—
দেশে তাহলে বাল্যবিবাহ হচ্ছে যত্রতত্র,
আপনার জেলায় ও হচ্ছে।
কি বলুন মাননীয় সাংসদ?

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, বুধবার, ২৬ অক্টোবর ২০২২

জীবনসঙ্গী

প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের সঙ্গী বাছাইয়ের
স্বাধীনতায় ও ধর্মীয় প্রশ্ন?
ছেলেমেয়ের সম্পর্ক হলেও জাত
বিচার করবে পরিবারের অন্য সদস্যরা?
ভিন্ন ধর্মে লাভ ম্যারেজ এর জন্য
ছেলেটিকে বেধড়ক মারধর,
তারপর তার গোপনাঙ্গ ছেদ!
দিল্লী হাইকোর্টকে মনে করিয়ে
দিতে হচ্ছে সমাজের ভূমিকা,
পুলিশের ভূমিকা, পরিবারের ভূমিকা।
কিন্তু মূল প্রশ্নটি অন্য।
গোটা সমাজ অত্যাচারী, অসহিষ্ণু,
অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত হয়ে পড়লে
কোর্ট কি করবে??

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, বুধবার, ২৬ অক্টোবর ২০২২

জয় হোক

এখানে ক্ষিদের দুপুরে জলমুড়ি খাওয়াই চল
অনাহার সয়ে সয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে শৈশব,
ঘুমায় বুড়োর দল।
এখানে বস্তায় পচে
বিছানার নীচে থরে থরে বিলিতি নোট,
হারা জেতা সবই বাজারে বিকোয়
চড়া দামে কেনে ভোট।
এখানে ফুটবল ভেবে লাথি মেরে মরে
বোমের ঘায়েতে প্রাণ,
ঠাকুরের নামও জাত বুঝে নিও
হরি বলো বা আজান।
এখানে চাল আর কাঁকর মিলিয়ে মিশিয়ে
তবেই বাজারে বিকোয় ফ্রেস,
সরকারি জব কেনাবেচার পাঁকে
মন্ত্রী জেলে আছে বেশ,
যদিও মিসফায়ার হয়ে গেছে বাই মিসটেক
"exceptional দু একটা কেস।"
এখানে নুতন প্রজন্ম মাথা কুটে মরে
একটা সুযোগ যদি পায়,
হায়
আমলার ঘরে মেঝে ঝাড় দিয়েও
joining letter পাওয়া যায়।
এখানে street light গুলো সারাদিন জ্বলে
সূর্যকে মারে চোখ,
রাতের আঁধারে কে জানি নেবায় আলো!
চোর চামাড়ের জয় হোক।

গারবেজ বিন

গোটা দেশটাই গারবেজ বিন?
চারিপাশে থিকথিকে ভিড়।
আমি মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছি রাস্তায়।
উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ির
ড্রাইভার মুখ বের করে থুতু
ফেললো রাস্তায়,
আমি দু'মিটার দূরে হাঁটছি।
এরপর within few seconds
সাইকেল আরোহী আমার পাশ দিয়ে
যেতে যেতে নাক ঝারলো প্রায়
আমার মুখের সামনে, মাঝরাস্তায়।
একটু পাশে চায়ের দোকান থেকে
জলের জগ নিয়ে মুখ কুলকুচি করে
রাস্তায় মুখের জল ফেলছে একজন।
আমার জামা প্যান্টে ছিটে এলো ক ফোঁটা।
লোকটির কোনো দোষ নেই।
সারাদিন কাজ করে tired, তাই
মুখ ধুয়ে চোখে মুখে জলের ছিটে
দিয়ে Fresh হচ্ছে মাঝরাস্তায়।
এটা অত্যন্ত সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনা কোলকাতায়।

লুঙ্গি পড়া রিকশাওয়ালা বাঁ হাতে
খৈনি ডলে ডলে, ঝেড়ে ঝেড়ে
তারপর ঠোঁটের নিচে গুঁজেই
একমুখ থুতু ফেললো প্রায় আমার গায়ের পাশে।
আমার মতো সমস্ত
ভারতবাসীর গা-সওয়া হয়ে
গেছে এই স্বাভাবিক দৈনন্দিন
প্রতি মুহূর্তের ঘটনাপ্রবাহে।
কিছু বলা যাবে না, আমাকে
উদাসীন ভাবে হেঁটে যেতে হবে
morning walk-এ বেরিয়েছি, শরীরচর্চা বলে কথা।
একটু এগিয়েই রাস্তার বাঁদিকে
বাচ্চার মা বাচ্চাকে বসিয়েছে
প্রস্রাব করাতে খোলা রাস্তায়,
স্কুলে ঢোকানোর আগে toilet করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।
ডানদিকে রাস্তার কোণার দেওয়াল
ধরে প্রস্রাব করছে মাঝবয়সী একজন।
মাথায় বড় তরকারির বোঝা নিয়ে
রাস্তার ঐ কোণে এক বৃদ্ধা
কাপড়েই প্রস্রাব করছেন, পা বেয়ে।
গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে গাড়ীর পেট্রল থেকে।
এয়ার-হর্ন এর বাপ-মা নেই।

অসহিষ্ণু বাইক আরোহী ক্রসিং-এ
দাঁড়িয়ে অশ্লীল ভাষায় গালি
দিচ্ছে ট্রাফিক পুলিশকে।
তেলেভাজা কচুরির দোকানে
বেজায় লাইন সকাল সকাল।
আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে মর্নিং
ওয়াক করতেই হবে এক ঘণ্টা। শরীরচর্চা!

স্পেশালি এবলড

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সাবধান!
''কোলকাতা পুলিশ'' আসছে...
কোলকাতা পুলিশ কামড়ে দেয়, আঁচড়ে দেয়।
চ্যাংদোলা করে তুলে প্রিজন ভ্যানে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।
কামড়ে দিলে অফিসে নিয়ে টিটেনাসও দিয়ে দেয়।
অরুণিমা পাল, যাকে পুলিশ কামড়ায় তাকেই অপরাধী হিসেবে গ্রেপ্তারও করে।
ক্ষত থেকে রক্ত বেরোলেও হাসপাতাল নয় কোর্টে চালান করে পুলিশ।
বুক ফুলিয়ে বাইট দেয় ''মরে গেলে দায়িত্ব আমার!''
ন্যায্য চাকরির দাবিতে রাস্তায়
অনশনে কাটানো ছেলেমেয়েদের
ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস,
জলকামান ব্যবহারেও কোলকাতা পুলিশ
''স্পেশালি এবলড''।
বিশ্বজোড়া নাম তাই এখন কোলকাতা পুলিশ-এর।
এই তো সেদিন 9th November Camac Street-এ
চাকরি প্রার্থীদের রাস্তায় বসে পড়ার
অপরাধে রাস্তা দিয়ে
হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে গাড়ীতে তুলল,

মেরে মাথা ফাটিয়েও দিল চাকরি প্রার্থীকে।
তা বলে বিরোধী নেতারা
"পশু", "রেজিমেন্টেড শয়তান"
"সাদা পোষাকের গুণ্ডা" এইসব অশ্লীল নামে ডাকবেন
ডাকাবুকো পুলিশদের??
কোলকাতা পুলিশের মর্যাদাহানি করছেন আপনারা?
ছিঃ ছিঃ!

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, 10th November, 2022

কে?

ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে ASI মারা
গেছেন, তাই খবরের শিরোনাম?
গত কয়েক মাসে শয়ে শয়ে
সাধারণ মানুষ মারা গেল, তার বেলা?
বাইপাস সংলগ্ন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি
ডেঙ্গি সংক্রমণ। কেন?
রিয়েল এস্টেটের কাজে চৌবাচ্চার
জলে মশার বংশবৃদ্ধি হচ্ছে।
তা কে দিয়েছে এদের permission ?
KMC নয়?
টালি নালা সংলগ্ন অঞ্চলে সবচেয়ে
বেশি ডেঙ্গি মৃত্যু।
একটি বাচ্চাও জানে যে টালি
নালাই এডিস ইজিপ্টাই-এর
সবচেয়ে বড় breeding ground,
KMC জানে না?
মাননীয় মেয়র এখন এতো উদগ্রীব কেন?
বর্ষার আগে কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?
প্রতিদিন এই অঞ্চলে মৃত্যুর জন্য
প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে কে দায়ী?
KMC নয়?
টালি নালায় গাপ্পি মাছের চাষ করা যেত না?
টালি নালাকে স্রোতস্বিনী করার
পরিকল্পনা কে নেবে? KMC নয়?

Reference : টাইমস অফ ইন্ডিয়া, রবিবার, ৩০শে অক্টোবর ২০২২

অপুষ্টি

পুষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না,
বিশ্ব ক্ষুধার সূচকে ভারতের স্থান
কেন 121 টি দেশের মধ্যে 107,
কেন্দ্রের বরাদ্দ বৃদ্ধি কেন অতি নগণ্য...
এসব প্রশ্ন অনেকে করেছে,
আমি আর করছি না।
যে ছবিটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে
দেখুন ভালো করে।
কোথায় বসে খাবার খাচ্ছে স্কুলের বাচ্চারা?
রাস্তায়? মাঠে? নাকি অন্য কোথাও?
কি থালায় খাবার খাচ্ছে শিশুরা?
দুটি ছাত্রছাত্রী একই থালায়?
কি খাবার দেখতে পাচ্ছেন পাতে?
সবার পাতে?
লঙ্গরখানার খিচুড়ি?
ক্যালোরি? পুষ্টি?
কে পরিমাপ করবে?
এটা কি ভিখিরিদের ওপর তথ্যচিত্র তৈরি হচ্ছে?
ভাবলে শিউরে উঠছি এই চূড়ান্ত অবহেলিত শিশুরাই
আমার দেশের ভবিষ্যত?

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, বুধবার, ৯ নভেম্বর ২০২২

নিগ্রহ

দলিত নিগ্রহ কথাটি মানে কি?
'পিছিয়ে পড়া জনজাতির' অর্থও আমি ঠিক বুঝি না।
এতো মুষ্টিমেয় শক্তিমানের শক্তি প্রদর্শন।
চুরির দায় দিয়ে দলিত ছেলেটিকে
লাইটপোস্টে বেঁধে বেধড়ক মেরে
মুখে চুনকালি মাখানো হল।
উত্তরপ্রদেশের বাহারাইচ গ্রামের ঘটনা।
এই উন্মত্ততা সুস্থ সমাজ মেনে নেবে?
নাকি গোটা সমাজ বিকারগ্রস্থ?
গুণ্ডারা উচ্চশ্রেণীর তকমা লাগিয়ে যথেচ্ছাচার করছে।
এরা এগিয়ে আছে সমাজে?
আর গরীব, শ্রমজীবী, খেটে খাওয়া
অত্যাচারিত মানুষ পিছিয়ে?
রায়পুরের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে
কর্তব্যরতা নার্সকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে
ঢুকে হাত-পা বেঁধে লাগাতার
২ ঘণ্টা ধর্ষণ করেছে 4 জন উচ্চশ্রেণীর!! দুস্কৃতি!
পিছিয়ে পড়া তপশিলী মেয়েটির
বলাৎকারের ভিডিও করেছে মহা উল্লাসে।

পিছিয়ে পড়ছে একটি দেশ।
আমি একটি দুটি ঘটনা লিখছি।
ভারতবর্ষে প্রতিদিন এমন ঘটনা হয়তো
প্রতিটি রাজ্যে ঘটছে, হাজার হাজার ঘটছে।
এ দেশ পিছিয়ে পড়ছে অনেক...
বিশ্বের মানচিত্রে।
বিশ্ববাসী লজ্জায় মুখ ঢাকছে
দেখুন!

Reference : আজকাল, সোমবার, ২৪ অক্টোবর ২০২২
আনন্দবাজার পত্রিকা, সোমবার ২৪ অক্টোবর ২০২২

বল বোমা

নিখিল পাশোয়ান, বয়স 7.
নিখিল মারা গেছে।
তাকিয়ে দেখুন খবরের কাগজে প্রকাশিত
ওর ছবির দিকে, কান্না আসবে মোচড় দিয়ে।
মহেশ সাউ, বয়স 11.
হাত উড়ে গেছে।
বল ভেবে কাঁকিনাড়া রেলস্টেশনের ধারে
রাখা বোমায় লাথি মেরে ফেলেছিল দুই শিশু।
বোম স্কোয়াড এসেছে এখন।
বুঝুন, বোমা পড়ে থাকে দিনে দুপুরে খোলা রাস্তায়,
আর বোম ফেটে শিশু মৃত্যুর পর
বোম স্কোয়াড এসেছে!
বড়সড় তদন্ত হবে।
হায় ভগবান।
রেলযাত্রীদের সুরক্ষার কথা ভেবে
রেলপুলিশ নিয়মিত তল্লাশি চালাবে
কাঁকিনাড়া থেকে জগদ্দল স্টেশন পর্যন্ত!
সবই তো বুঝলাম।

কিন্তু বোমা ফাটার পর,
দুজন শিশু মৃত্যুর পর এইসব
তল্লাশিতে কি হবে?
সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চল সন্ধ্যের পর
থেকে এই কাঁকিনাড়া স্টেশন চত্বর।
রেলপুলিশ, বোম স্কোয়াড, প্রশাসন
এতদিন কার ডিউটি করছিলেন?
কার ফাইফরমাস খাটছিলেন?
নাকি দিবানিদ্রায় মগ্ন ছিলেন?

Reference : আজকাল, কলিকাতা, বুধবার, ২৬ অক্টোবর ২০২২

ক্ষিদের রাজ্য

এ পৃথিবীর 82 কোটি মানুষ আজ
রোজ রাতে ঘুমোতে যায়
অভুক্ত অবস্থায়।
34 কোটি মানুষ দুঃস্বপ্নে কাটায়,
কাল যদি ভাত না পায়?
কঙ্গো, ইথিয়োপিয়া, রুয়াণ্ডার
শিশু কিশোর হতে পারে,
হতে পারে ইয়েমেন, সুদান, ইরাক
অথবা ভারত, আফগানিস্থান।
ক্ষিদের সূচকে আরও আরও নিচে
ভারতের স্থান।
অনাহার অর্ধাহারের থাবা
এখন ভারতের প্রায় সব রাজ্যে।
ঐ দেখুন
এক মুঠো ভাতের কষ্টে
ঘরে ঘরে ল্যাংটো শিশুরা
বৃদ্ধ বৃদ্ধারা কাঁদছে।
আমার কবিতারাও
অনাহারে অনাদরে
মুখ লুকিয়ে ফুঁসছে।

নারকীয় বর্বরতা

খবরের কাগজে পড়লাম লোকটির ডান পা
গোড়ালি থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে,
বাঁ পা-টাও দুমড়ে মুচড়ে রয়েছে,
জটিল অস্ত্রোপচার হবে।
বর্ধমানের কেতুগ্রামের বাসিন্দা 51 বছর
বয়েস, রুদ্রভৈরব।
চিকিৎসার জন্য চড়া সুদে টাকা
ধার করেছিল কয়েকজনের থেকে।
ঠিক মতো ধার মেটাতে পারছিল না
তাই রাস্তায় তিন-চারজন অপরিচিত ব্যক্তি
ওকে তুলে নিয়ে যায়।
রেল লাইনের পাতের সাথে বেঁধে দেয় ওর পা দুটো।
অসহায় লোকটি পরপর দুটো
ট্রেন পার হতে দেখেছে ওর পায়ের ওপর দিয়ে।
তারপর আর কিছু মনে নেই।
কী ভীষণ নারকীয় উন্মত্ততা!
জল্লাদরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আসমুদ্র হিমাচল।
অসভ্যতা, আদিম বর্বরতা
সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের কোণায় কোণায়।

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, শনিবার, ২২ অক্টোবর ২০২২

গ্যাস চেম্বার

দিল্লীকে গ্যাস চেম্বারে পরিণত করার জন্য দায়ী কে?
রাজনৈতিক লড়াই, দোষারোপ চলছে।
ফি বছর শীতকালে উত্তর ভারতের
এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স 400-র ওপরে চলে যায়।
তীব্র শ্বাসকষ্ট কাশি গলা ব্যথা,
বিশেষ করে বয়স্ক এবং বাচ্চাদের।
পাঞ্জাবে ফসল কাটার পর
অবশিষ্ট নাড়া জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।
এর ফল?
আশেপাশের চারটি রাজ্যের
400 km radius-এ
দৃশ্যমানতা শূন্যতে নেমে আসে।
ধোঁয়ার চাদরে মুড়ে আছে গোটা দিল্লী, উত্তর ভারত।
তার ওপর ধূলোর ঝড়।
বাড়ি থেকে বেড়োনো বন্ধ।
স্কুল কলেজ বন্ধ অনির্দিষ্ট কালের জন্য।
তার ওপর ডিজেল চালিত ছোটো
গাড়ীর ধোঁয়া, নির্মাণ শিল্পের কাজ থেকে pollution।

60 থেকে 70 শতাংশ মানুষ
গলা এবং ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছেন।
শহরবাসী এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির
মধ্যেও দুদিন ধরে বাজি-পটাকা
পুড়িয়ে দেওয়ালি পালন করেছে!
ভদ্র ভাষায় লিখছি,
"awareness-এর সম্পূর্ণ সৎকার
করে ফেলেছে গোটা সমাজ।"

স্বাস্থ্য-বিপর্যয়

কোলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলিতে
500 জন রোগীকে গত দুমাসের মধ্যে
এমন সিঙ্গল চেম্বার পেসমেকার বসানো
হয়েছে যার মান অত্যন্ত খারাপ।
পিজি হাসপাতালে এই পেসমেকার
লাগানোর পরেই এক রোগী ভেন্টিলেশনে
চলে যান এবং তার পরে মৃত্যু।
স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা বলছেন এই
পেসমেকারের কখনো লিড ফেল করছে
কখনো সার্কিট কাজ করছে না
আবার কখনো ইন্টারমিডিয়েন্ট বিকল।
স্বাস্থ্যদপ্তর সস্তায় এই পেসমেকারই
কিনছেন আর ডাক্তাররা বাধ্য হয়ে
এই পেসমেকারই বসিয়ে দিচ্ছেন।
স্বাস্থ্যদপ্তরের একাংশের কমিশন নেবার
অভিযোগও উঠছে প্রবলভাবে।
অন্য রাজ্যগুলো এই পেসমেকার আগেই বাতিল করেছে।
বেসরকারি হাসপাতালও এই পেসমেকার ব্যবহার করে না।
গরীব মানুষের জীবন নিয়ে এইভাবে
ছিনিমিনি খেলার দায় কার?

Reference : কলকাতা, মঙ্গলবার, ৮ নভেম্বর ২০২২ আনন্দবাজার পত্রিকা।

লড়াই

মেয়েগুলো, দেশ গাঁয়ের মেয়েগুলো
ঘুম থেকে ওঠে ভোর তিনটেয়।
উঠোনে রাখা স্যাতস্যাতে বাসনের জলে
মুখ ধুয়ে ঘুমঘুম চোখে হাঁটে বনের পথে।
জঙ্গলে সাপ জোঁক তেঁতুলবিছের
সাথে লড়াই করে, খড়ি কুড়োয়।
জঙ্গল থেকে জ্বালানি-খড়ি নিয়ে
বাড়ির পথে ওরা।
পিছনে পড়ে রয় সবুজ অবুঝ বন
নীল নীল আকাশখানি, জল ভরা নোনা খাল।
পড়ে রয় নরখাদকের হাতছানি
আরো কত কি?
কত মাইল চলে খালি পায়ে
এক ছেঁড়া কাপড়খানি বেশ,
রোজ কাঁচে রোজ পড়ে,
স্যাতস্যাতে সায়ার দড়িতে আঁশটে গন্ধের অভ্যেস।
খড়িকাঠি নিয়ে ঘরে ফিরে
উনুন জ্বালায় মেয়েগুলো বেলা দশটায়।
স্বামী ছেলেমেয়ে তখনও বিছানায়,
অনাহারে অত্যাচারের দিন শুরু
এইভাবে রোজ, মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে খাদের কিনারায়।

Reference : আজকাল, কলিকাতা, মঙ্গলবার, ১১ অক্টোবর ২০২২

জীবন-মৃত্যু

বাজার থেকে একটি জ্যান্ত মাছ
কিনে তাড়াতাড়ি পুকুরে ছেড়ে দিন।
ওকে একটি নতুন জীবন দিন রোজ।
বাজার থেকে মরে যাওয়া মাছ
কিনে খান, প্রচুর প্রোটিন ভিটামিন আছে।
মাছ বিক্রেতার পরিবারও বাঁচবে।
মরা মাছ না খেয়ে ফেলে দিলে
পরিবেশ দূষণও হতে পারে।
কিন্তু একটি জ্যান্ত মাছ কিনে,
মেরে, কেটে খাবার আনন্দে
আপনার আয়ু কমবে নিশ্চিত।
ওকে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, আপনি নন।
তাই প্রান্তিক মাছকে জীবন দিন,
ভগবান আপনাকে জীবন বেশি দেবেন বাঁচার জন্য।

ভগবানের ভুল

রাস্তার কুকুরটা পটি করছিল রাস্তায়,
বাটুদের বাড়ীর ধার ঘেঁষে।
উল্টোদিকের বাড়ির ভদ্রমহিলা চিৎকার
করে উঠলো আতঙ্কে যেন কেউ গত হয়েছেন।
বাটুর ভাই তাড়া করলো কুকুরটাকে,
কুকুরটা পটি হাফডান অবস্থায়
দৌড়োলো সোজা রাস্তায়।
বাটুর ভাই কাউন্ট করতে থাকলো
"একটা-দুটো—তবুও তিনটে করেছে!
ছিঃ ছিঃ"
এরা মানুষ?
ভগবানও, লজ্জা পাচ্ছেন তার
গ্রেটেষ্ট ক্রিয়েশনের জন্য!
অমানুষ!

সচেতনতা

ভগবানের দেখা পাওয়ার জন্য পৃথিবী
ভ্রমণের প্রয়োজন নেই।
শুধু নিজের বাড়ির দিকে দিব্যদৃষ্টিতে তাকান।
শুধু কয়েকজন মানুষ নয়,
লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে, আরশোলা, মাকড়সা,
মশা, মাছি, পাখি, পায়রা, ইঁদুর,
বেড়াল বাস করে আপনার বাড়ির আনাচে কানাচে।
এই বাড়িটা তাদের বাড়ি নয়?
যদি ভগবানের সাথে হাত মেলাতে চান
আপনার বাড়ির ছাদে, আনাচে
কানাচে চেয়ে দেখুন ভগবানের কি
সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞ চলছে রাতদিন।
ভগবানের এই কর্মযজ্ঞে সামিল হোন।
যদি পৃথিবীর প্রতিটি কোণায়,
প্রতিটি পরিবার তার নিজের পরিবারকে
যত্ন করে তাহলে কাল থেকে
এ পৃথিবীটা আমূল বদলে যাবে।
এটাই কি সচেতনতা নয়?

বরাদ্দ

আজও মিড ডে মিলের আশায়
এদেশে বাবা-মা শিশু সন্তানকে স্কুলে পাঠায়
মাথা পিছু বরাদ্দ ছিল চার টাকা
সাতানব্বই পয়সা।
একটা ডিমের দাম 6 টাকা।
এই বরাদ্দে মিড ডে মিলে
কি পুষ্টিকর খাবার শিশুরা পায়?
সরকার 2022 এর বাজেটে
মাথা পিছু 48 পয়সা বরাদ্দ বাড়িয়েছে।
প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি কত?
শিল্প, কারিগরী, ব্যবসা বাণিজ্য
খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি কত?
আর যারা দেশের ভবিষ্যত মেরুদণ্ড
তারাই অপুষ্টিতে ভুগলে
ভারতের ভবিষ্যৎ কি সুরক্ষিত?

একবার ভেবে দেখবেন Please।

স্ব-চেতনা

ভগবান প্রার্থনা কক্ষে আসেন না।
আপনার ঝকঝকে বেডরুমে কখনোই না।
ভগবান নোংরায় থাকেন, কাঁদা ঘাটেন।
মাকড়সার বাসায় বাসায় খোঁজেন নূতন
জীবনের স্পন্দন।
তিনি রোজ পিঁপড়ের জীবনযুদ্ধে পা মেলান।
আপনার ঘরে বিলাসিতায়, শান্তিতে
ভগবানের কি কাজ?
তিনি প্রতিনিয়িত উদগ্রীব তার
কোটি কোটি জীবজগতের ভরণপোষণে,
যারা দুঃখে, দারিদ্রে অচেতনে বাঁচে।
আসুন তার মহাকর্মযজ্ঞে হাত লাগান।
সকলকে নিয়ে বাঁচাই সচেতনে বাঁচা।

POLICE

অমানবিক

পুলিশের গাড়ীর চাকার নিচে শুয়ে আছে যে যুবকটি,
অথবা যে যুবককে টেনে হিঁচড়ে
মাঝরাতে প্রিজন ভ্যানে তুলছে পুলিশ,
যে যুবতী মাটিতে শুয়েও মাঝরাস্তায়
আঁকড়ে টেনে ধরে আছে তার
সম্বলহীন অব্যক্ত আবেদনে
একটি যুবকের ছিঁড়ে আসা অন্তর্বাস,
এদের সবার একমাত্র অপরাধ
শিক্ষকের সরকারি চাকরিটা তারা পায় নি।
চাকরির পরীক্ষায় পাস করা সত্ত্বেও
চড়া দামে বিক্রি হয়ে গেছে
এদের প্রাপ্য appointment letter!
2014 সাল থেকে 8 বছর ধরে
এই যুবসমাজ রাস্তায় আন্দোলনে অনশনে।
অনাহার অর্ধাহারে উলঙ্গ বিবস্ত্র।
মানুষের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের অপদার্থ অপরাধী মন্ত্রী মিনিস্টার
আমলারা কেউ জেলে,
কেউ মহা আনন্দে বিলাসিতায়।
পচন ধরে গেছে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার আনাচে কানাচে।
তথাপি এত উদাসীন প্রশাসন, সরকার?

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, বুধবার, ২৬ অক্টোবর ২০২২

এক বাটি জল

ছাদের কোণায় কয়েক টুকরো বিস্কুট
ছুঁড়ে দিলেই কাক এসে বিস্কুট খায়।
কিন্তু ওদের একটি বাটিতে জল লাগে,
নয়তো গলায় আটকে যায় বিস্কুট।
এক বাটি জল গিলে ওরা নিজেরাই
বিস্কুট মুখে নিয়ে গিয়ে বাটিতে ভেজায়
আর মহা আনন্দে খায়।
ঠিক যেমন করে চায়ের কাপে বিস্কুট
চুবিয়ে খাই আমরা।
তফাতটা হলো আমরা চা-বিস্কুটে
রিলাক্স করি,
ওদের বাঁচা-মরার ব্যাপার।
তাই বিস্কুট ছড়ানোর আগে
এক বাটি জলও রাখুন ছাদের কোণায়।

আমার ঘর

আমার ঘরে কয়েকটা মশা বাস করে,
আমার সাথে ঘাম-রক্তের সম্পর্ক ওদের!
ওরা আমার পরিবার নয়?
শুধু আমার মা, আমার বাবা, আমার স্ত্রী,
আমার মেয়ে, এরাই আমার পরিবার?
টয়লেটের দেওয়াল বেয়ে যে পিঁপড়েদের
যাতায়াত, তারা কার পরিবার?
কখনো তাদের খেতে দেবার কথা ভেবেছি আমি?
মাকড়সা জাল বুনেছিল এখানে ওখানে
আমার বসার ঘরের সবখানে।
আমি গুঁড়িয়ে দিয়েছি সেই জাল একদিন।
কি করে পারলাম?
বাপ-দাদার আমল থেকে আরশোলা
মহা আনন্দে থাকে আমার খাবার ঘরে।
গৃহকর্তা আমি, ওদের কথা আমি
না ভাবলে কে ভাববে?
ইঁদুর বেড়ালগুলো একই ছাদের
তলায় থাকে আমাদের সাথে।
কোথায় বের করে দেবো ওদের?
ওরা তো এই বাড়ির বাইরের জগৎই চেনে না!
শুধু মা-বাবা, স্ত্রী, মেয়েই আমার পরিবার?
এটা কি সচেতনভাবে বাঁচা?

অ-ভারতীয়

প্লাস্টিকের বাথটবে চাপিয়ে
গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে মা,
দশ দিনের সদ্যোজাতকে।
অপরাধ?
কন্যাসন্তান।
মা-বেড়াল, মা-কুকুর,
মা-কাক, মা-চিল...
এ পৃথিবীর আর কোনো
অমানুষ-মা এমন আচরণ করবে?
ওরা প্রাকৃতিক মা,
তাই অমানুষ!
আর মানুষ মা?
ভগবানের আশ্চর্য সৃষ্টি!
হৃদয়হীন, দানবীয়, নির্লজ্জ-মা
একজন ভারতীয়?

বিকার

টিউশন পড়ে ফিরছিল মেয়েটি
আঠারো বছরের মেয়েটি।
তখন সবে সন্ধ্যে 6·45।
অভিজাত এলাকা হুসেনগঞ্জ, লখনউ।
সেখানেও একটি অটোর ভেতরে
দুজন মিলে ধর্ষণ করল মেয়েটিকে?
তারপর মাথায় আঘাত করে
অটো থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল মেয়েটিকে।
এই বর্বরতা গণতান্ত্রিক উন্নত দেশের,
সমাজের ঐতিহ্য বহন করে?
কারা বইবে দেশের পতাকা?
এতো মানসিক বিকারগ্রস্ত প্রজন্ম!
কে নেবে দায় এই বর্বরতার?
শেষ কোথায়?

গণধর্ষণ

এ ঘটনা আজ রাঁচী, কাল কেরালা
পরশু দিল্লীর।
তরুণী ইঞ্জিনিয়ার, বন্ধুর সাথে
ঘুরতে বেরিয়েছিল সন্ধ্যে 6 টা নাগাদ।
চাইবাসার টেকরাহাটু এলাকায়
10 জন অজ্ঞাত পরিচয় যুবক ওদের
প্রথমে মারধর করে,
তরুণীকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে
একের পর গণধর্ষণ করে।
ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে
শুধুমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে
কেন কেন আধখানা সমাজ ডুকরে মরে?

স্তম্ভিত

হরিয়ানার গুরুগ্রামে
একটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের টয়লেটে
গলার নালি কাটা মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
ক্লাস টু এর ছাত্রকে খুন করেছে
ষোলো বছরের কিশোর।
শুধুমাত্র আগত পরীক্ষা এবং পেরেন্ট-টিচার্স
মিটিং বানচাল করার জন্যই
ছেলেটি এ কাজ করেছে, কোর্টকে জানিয়েছে।
ছাত্রসমাজ যুবসমাজ ভারতের ভবিষ্যত
কোন পথে?
আমি স্তম্ভিত।

পানীয় জল

লখনউ, 9ই অক্টোবর ২০২২
আপনি ঠিকই পড়ছেন সন তারিখ।
পরমাণু শক্তিধর দেশ, আমার ভারতবর্ষ।
দেশ রক্ষা খাতে, প্রতিরক্ষা খাতে
বরাদ্দ লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা।
কত টাকায় 'লক্ষ কোটি' হয় তা
অবশ্যি এই অধমের অজানা।
তা যাই হোক...
হামিরপুরের বাঁচা কাহানি গ্রাম।
গ্রামে নলকূপ নেই,
আর থাকলেও নোনা জল।
গ্রামের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা পানীয় জলের
আশায় কলসি নিয়ে নদীতে যায় রোজ।
তারপর জল তুলতে গিয়ে
চোরা কাদায় তলিয়ে যাওয়ার
উপক্রম বৃদ্ধর।।
খবর পেয়ে মন্ত্রী আসেন, আমলা আসেন।
কিন্তু একটু পানীয় জলের আশা?
বিশ-বাঁও-জলে!

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, সোমবার, ১০ অক্টোবর ২০২২